

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে, এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে :

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ;

চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা ;

পদমর্যাদা ও সুযোগসুবিধা লাভ নিশ্চিতকরণ ;

এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতির

আশ্বাসক প্রাভুভাব বর্ধিত হয় ;

তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত সংকল্প করিয়া আমাদের সংবিধান সভায় আদা, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করিতেছি, বিধিবদ্ধ করিতেছি এবং আমাদেরকে অর্পণ করিতেছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

নেওয়া ও এর মর্মবাক্য উপলব্ধি করার মূল বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশ পেয়েছে।
এর দ্বারা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৩। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

[Analyse the significance of the preamble to the Constitution of India]

উত্তর। প্রস্তাবনার তাৎপর্য

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত প্রস্তাবনাটি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে সংবিধানের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। মূলত সংবিধানের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য প্রস্তাবনাটি যথার্থ। প্রস্তাবনায় বর্ণিত বিষয়গুলি দ্বারা জনগণের সার্বভৌমিকতার মূল সূত্রটি ধ্রুত হয়েছে। সরকার পরিচালনার কোনো বিষয় কিংবা সংবিধানের ধারাগুলিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ প্রস্তাবনায় বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ, সংবিধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রস্তাবনাটি সংশ্লিষ্ট না-হলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

● আইনগত তাৎপর্য : প্রস্তাবনাকে সংবিধানের কার্যকরী অংশ বলা যায় না। সংবিধান হল একটি আইনগত দলিল। প্রস্তাবনাটি এই দলিলের পূর্বে সংযোজিত হয়েছে। তথাপি বলা যায় যে, যদি সংবিধানের কার্যকরী অংশের ব্যাখ্যাদানকালে কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট না-হয়, তাহলে সেই শব্দ বা বাক্যের স্পষ্টীকরণের জন্য প্রস্তাবনার সাহায্য নেওয়া যায়। তবে যেসব ক্ষেত্রে সংবিধানের অর্থ বা শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট, সেখানে প্রস্তাবনা দ্বারা ওই কার্যকরী অংশকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। সংবিধানের কার্যকরী অংশ দ্বারা সরকার গঠন, পরিচালনা, সরকারের এক্তিয়ার প্রভৃতি কার্যকর হয়। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় যেসব নীতি ঘোষিত হয়েছে, তা কার্যকর করা সরকারের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

● রাজনৈতিক তাৎপর্য : সংবিধান-রচয়িতাদের যে উদারনৈতিক ভাবধারা বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা আচ্ছন্ন করেছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কীভাবে প্রতিস্থাপন করা যায়, তার দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাই প্রস্তাবনা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের কথা, ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণ দ্বারা জনগণের সরকার গঠন, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠন ও ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার অঙ্গীকার, সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার অঙ্গীকার প্রভৃতি দ্বারা সংবিধানের রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'সার্বভৌম' শব্দটি দ্বারা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে— এর দ্বারা গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটিও প্রকাশ পেয়েছে।

● সামাজিক তাৎপর্য : প্রস্তাবনা দ্বারা সামাজিক ন্যায়নীতির বিষয়টিও প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধানের মূল অংশে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, নারীদের জন্য সুযোগসুবিধা দান, শিশুদের অধিকারের সমতুল্য সংরক্ষণ, নারী-পুরুষের সম-

মজুরি ব্যবস্থা চালু করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান প্রভৃতি যে সামাজিক ন্যায়নীতি ঘোষিত হয়েছে, তা প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'ন্যায়বিচার' (Justice) শব্দটি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

● **অর্থনৈতিক তাৎপর্য** : সংবিধানের প্রস্তাবনায় অর্থনৈতিক ন্যায় ঘোষিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না-হলেও প্রস্তাবনায় বর্ণিত 'অর্থনৈতিক' (economic) শব্দটি দ্বারা এ কথা ব্যক্ত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থনৈতিক অবিচার থেকে মুক্তির জন্য এক সংগ্রামী পথ গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। সম্পদের যাতে কেন্দ্রীকরণ না-ঘটে, যাতে জাতীয় সম্পদের সুব্যবহার বৃদ্ধি হতে পারে, কাজের যথাযথ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে।

● **আদর্শগত তাৎপর্য** : প্রস্তাবনা দ্বারা ভারতের সংবিধানের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। কীভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে জনকল্যাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তার আদর্শগত ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে প্রস্তাবনার মধ্যে। প্রস্তাবনায় ব্যক্ত হয়েছে সংবিধান-প্রণেতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা। অন্যভাবে বলা যায়, যে কার্যধারা সংবিধানের মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ধারার মধ্যে সেই মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাই ব্যক্ত হয়েছে প্রস্তাবনার মধ্যে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংবিধানের কার্যকরী অংশের একটি সারাংশ হল সংবিধানের প্রস্তাবনা। ক্ষমতাসীন সরকারের দায়বদ্ধতা হল জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা—এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ন্যায় ও সামাজিক ন্যায়ের ধারা প্রকাশিত করার সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সরকার। নৈতিক দিক থেকে, তাই জনকল্যাণের মূলসূত্রটি প্রস্তাবনার মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রস্তাবনার নৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। প্রস্তাবনা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। প্রস্তাবনা বলতে সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধকে বোঝায়। এর মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে সংবিধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মূলত, সংবিধানের আদর্শ প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। তবে, প্রস্তাবনা— সংবিধানের অংশ হিসাবে বিবেচ্য নয়।

প্রশ্ন : ২। প্রস্তাবনায় কী ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর। ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের 'নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্র'। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের সমাজতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এখানে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কয়েম করা হয়েছে। ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি বা উৎপাদনের উপায়গুলি একদিকে যেমন ব্যক্তিমালিকানা দ্বারা পরিচালিত, অন্যদিকে তেমনি জাতীয়করণের বিষয়টিও জোরালো।

প্রশ্ন : ৩। প্রস্তাবনায় কী ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম-সমাজতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪। ৪২তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা ভারতীয় সংবিধানে কী-কী পরিবর্তন আনা হয়েছে?

উত্তর। ৪২তম সংবিধান সংশোধিত হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এই সংশোধনে প্রস্তাবনার প্রথমে 'সমাজতন্ত্র' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ-দুটি যুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবনার শেষে যুক্ত হয়েছে 'জাতীয় ঐক্য' এবং 'সংহতি'।

প্রশ্ন : ৫। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির অর্থ হল— ভারতের কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। ভারত ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। ভারতে সকল ধর্মের মানুষের জন্য সমান সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে; কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ভারত করে না।

প্রশ্ন : ৬। প্রস্তাবনা কী সংবিধানের অংশ?

উত্তর। প্রস্তাবনা— সংবিধানের একটি অংশ। বিচারপতি সিক্রি প্রস্তাবনাকে সংবিধানের

‘অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ’ অংশ বলেছেন। তা ছাড়া কেশবানন্দ ভারতী মামলায় বলা হয় যে, ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধন দ্বারা প্রস্তাবনার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষতিসাধন করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : ৭। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ‘প্রজাতান্ত্রিক’ শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘প্রজাতান্ত্রিক’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হল— ভারতে রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতি। ভারতে বাংশানুক্রমিক কোনো ব্যক্তি শাসনক্ষমতায় অধিকারী হতে পারে না। ভারতে রাষ্ট্রপ্রধান— রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এখানে সমস্ত ক্ষমতা যে-সমস্ত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত, তাঁরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত।

প্রশ্ন : ৮। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ‘গণতান্ত্রিক’ শব্দটির তাৎপর্য কী?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘গণতান্ত্রিক’ শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, জনগণের হাতেই শাসনক্ষমতার প্রকৃত মালিকানা অর্পিত হয়েছে। শাসকপ্রধানগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেই শাসনক্ষমতায় জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিমুখ হলে জনগণই নতুন নির্বাচন দ্বারা অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দ্বারা জনগণ এরূপ ক্ষমতাভোগের অধিকারী। এই কারণে ভারতের শাসনকাঠামো হল গণতান্ত্রিক।

প্রশ্ন : ৯। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪২তম সংবিধান সংশোধনে কী-কী গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংযোজন করা হয়েছিল?

উত্তর। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪২তম সংবিধান সংশোধনে প্রস্তাবনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংযোজন করা হয়েছিল। এই নীতিগুলি হল— ‘সমাজতান্ত্রিক’, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সংহতি’।

প্রশ্ন : ১০। কাকে প্রস্তাবনার প্রধান রূপকার রূপে উল্লেখ করা যায়?

উত্তর। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে প্রস্তাবনার প্রধান রূপকার হিসাবে গণ্য করা যায়। কারণ, গণপরিষদের কাছে তিনি গণপরিষদের লক্ষ্য সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর। এই প্রস্তাবটির পরিমার্জিত বিষয়টি হল সংবিধানের প্রস্তাবনা।

প্রশ্ন : ১১। সংবিধানের লক্ষ্য সংবলিত নেহরুর প্রস্তাবটি কবে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়?

উত্তর। গণপরিষদের লক্ষ্য সংবলিত নেহরুর প্রস্তাবটি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি।

প্রশ্ন : ১২। জওহরলাল নেহরু সংবিধানের লক্ষ্য সংবলিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তার মূল কথা কী ছিল?

উত্তর। জওহরলাল নেহরু সংবিধানের লক্ষ্য সংবলিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তার মূল কথা ছিল—

- (ক) ভারতকে একটি 'স্বাধীন-সার্বভৌম-প্রজাতন্ত্র' রূপে গড়ে তোলা।
 (খ) জনসাধারণকে সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে স্বীকার করা।
 (গ) জনগণের বিভিন্ন অধিকার, অর্থাৎ, মতামত প্রকাশের অধিকার, বিশ্বাসের অধিকার, উপাসনা ও সংগঠনের অধিকার ইত্যাদি প্রদান করা।

উপসানা ও সংগঠনের অধিকার ইত্যাদি প্রদান করা।

প্রশ্ন : ১৩। প্রস্তাবনায় যেসব লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কী-কী?
 উত্তর। প্রস্তাবনায় যেসব লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, তা হল—
 (ক) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার,
 (খ) চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
 (গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা,
 (ঘ) ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য ও সংহতিসাধনের জন্য আত্মত্বের ভাব গড়ে তোলা।

প্রশ্ন : ১৪। 'আমরা, ভারতের জনগণ...'— কথ্যটির অর্থ কী?
 উত্তর। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতেই "আমরা, ভারতের জনগণ..." শব্দগুলি যুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা সংবিধান-প্রণেতাগণ বুঝিয়েছেন যে, ভারতের জনগণই হল সংবিধানের উৎস। তাঁরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ, জনগণের সার্বভৌমিকতাকে এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছা দ্বারাই সংবিধান প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৫। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'সার্বভৌম' কথ্যটির অর্থ কী?
 উত্তর। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'সার্বভৌম' শব্দটির অর্থ হল— ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা মতো আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে পারে। ভারত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক থেকে সার্বভৌম। ভারতের আইনসভা তার আইনগত সার্বভৌমিকতা প্রয়োগের অধিকারী।

প্রশ্ন : ১৬। প্রস্তাবনার আইনগত মূল্য কী?
 উত্তর। সংবিধান হল একটি আইনগত দলিল এবং প্রস্তাবনা হল এর ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল অংশই কার্যকর হয়— প্রস্তাবনা নয়। তবে সংবিধানের কার্যকরী অংশের কোনো শব্দ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট মনে হলে প্রস্তাবনার সাহায্যে অস্পষ্টতা দূর করা যায়।

প্রশ্ন : ১৭। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তাৎপর্য কী?
 উত্তর। ভারতের সংবিধানের তাৎপর্য হল—
 (ক) প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে সংবিধানের লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে।
 (খ) সংবিধান গ্রহণের তারিখ সম্পর্কে জানা যায়।
 (গ) জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।